

Surname		Other Names	
Centre Number		Candidate Number	
Candidate Signature			

Leave blank
-------------

General Certificate of Education  
June 2006  
Advanced Subsidiary Examination



**BENGALI**  
**Unit 1 Responsive Writing**

**BEN1**

Monday 22 May 2006 9.00 am to 12 noon

**For this paper you must have:**

- the text for Section 1 on an insert (enclosed)

Time allowed: 3 hours

**Instructions**

- Use blue or black ink or ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** questions.
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want marked.

**Information**

- The maximum mark for this paper is 100.
- The marks for questions are shown in brackets.
- You must **not** use a dictionary at any time during this examination.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when awarding marks.
- If you need extra paper, use the Additional Answer Sheets.
- This unit is divided into three sections.

Section 1 40 marks

Section 2 15 marks

Section 3 45 marks

**Advice**

- You should try to use your own words as much as possible and to write as accurately and neatly as possible.

For Examiner's Use			
Section	Mark	Section	Mark
1		3	
2			
Total (Column 1)		→	
Total (Column 2)		→	
TOTAL			
Examiner's Initials			

## ১ বিভাগ

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। উত্তর দেওয়ার সময়ে উপরের লেখাটির কোনো অংশ হুবহু উদ্ধৃত করবে না।

ক. ছোটবেলায় লেখিকার থাকার জায়গাটা কেমন ছিলো? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

.....

(3 marks)

খ. নানির বিষয়ে তিনি কি মনে করেন? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

(2 marks)

গ. লেখিকার পরিবারে মেয়েদের কাজকর্ম সম্পর্কে কি কি বলা হয়েছে? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

.....

(3 marks)

ঘ. এই লেখায় কি ধরনের বাংলা গানের কথা বলা হয়েছে? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

(2 marks)

ঙ. “আজ পুতুলের গায়ে হলুদ” – গানটা পুতুল কোথায় গেয়েছিলো?

.....

(1 mark)

চ. পুতুলের কথা ভেবে লেখিকা কষ্ট পাচ্ছেন কেন? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....

.....

(2 marks)

২. পুতুল সম্পর্কে কি কি বলা হয়েছে, সে বিষয়ে তোমার নিজের ভাষায় ৫টি বাক্য লেখো।

ক. ....

.....

খ. ....

.....

গ. ....

.....

ঘ. ....

.....

ঙ. ....

.....

(5 marks)

5

**Turn over for the next question**

**Turn over ►**

৩. “পুতুলের বিয়ে” গল্পটিতে ব্যবহৃত নিচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত করো। তারপর সেই বিশেষ্য দিয়ে বাক্য তৈরি করো।

	বিশেষণ	বিশেষ্য	বাক্য
উদাহরণ	প্রশংসনীয়	প্রশংসা	ভালো কাজ করলে প্রশংসা পাওয়া যায়।
ক.	সুন্দর		
খ.	গুণী		
গ.	প্রবাসী		
ঘ.	অধিকারী		
ঙ.	উৎসাহিত		

(5 marks)

5

৪. “পুতুলের বিয়ে” গল্পটির তথ্য অনুযায়ী নিচের বাক্যগুলি সত্য, মিথ্যা, নাকি এই লেখায় এসব বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই? ঠিক ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখাও:

	বাক্য	সত্য	উল্লেখ নেই	মিথ্যা
ক.	ছেলেবেলার কথা মনে করে লেখিকা হাঁপিয়ে ওঠেন।			
খ.	লেখিকার বাড়িতে কলার বাগান ছিলো।			
গ.	ছেলেবেলায় লেখিকা ধানমন্ডি গার্লস স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।			
ঘ.	নানির কাজ ছিলো ছেলেমেয়েদের ঝগড়া মেটানো।			
ঙ.	নানির নোট পড়েই বড়ো বুঝে পরীক্ষায় পাস করেছিলেন।			
চ.	বোনদের মধ্যে সবচেয়ে গুণী ছিলো পুতুল।			
ছ.	বিয়ের পর পুতুল বাংলা টিভিতে গান করেছিলো।			

(7 marks)

7

৫. নিচে মাঝখানকার কলামে যে-সব শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আছে, “পুতুলের বিয়ে” গল্পে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দিয়ে সেগুলি বদল করো। কিন্তু এমনভাবে বদল করবে, যাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না হয়। নিচে প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ / শব্দ-সমষ্টি	“পুতুলের বিয়ে” গল্পে ব্যবহৃত শব্দ / শব্দ-সমষ্টি
উদাহরণ	অল্প বয়সে	ছেলেবেলায়
ক.	যিনি লেখাপড়া শেখান	
খ.	একটানা	
গ.	যে বিদেশে থাকে	
ঘ.	গলার আওয়াজ	
ঙ.	লোকজনের প্রিয়	

(5 marks)

5

৬. নিচে দ্বিতীয় কলামে যে-শব্দগুলি আছে, সেগুলির বিপরীত শব্দ লেখো। তারপর সেই বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো। বিপরীত শব্দগুলি “পুতুলের বিয়ে” গল্প থেকে নেওয়ার দরকার নেই। প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
উদাহরণ	পাস	ফেল	পরীক্ষায় ফেল করায় বাবা-মা আমাকে অনেক বকলেন।
ক.	বড়ো		
খ.	ঘরে		
গ.	পেছনে		
ঘ.	সহজ		
ঙ.	প্রথম		

(5 marks)

5

Total

40

Turn over ▶













**There are no questions printed on this page**

**There are no questions printed on this page**

## Insert

Text for use with **Section 1**

### পুতুলের বিয়ে

নিচের লেখাটি পড়ো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তর দাও:

ছেলেবেলার কথা মনে হলে আমি এখনো হারিয়ে যাই সেই ১৫ নম্বর কলাবাগানের টিনের বাড়িতে। উঠানে টিউবয়েল, পাশে একটা বড়ো পুকুর, পেছনে মাঠের কোণে একটা বড়ো শিমুল গাছ। সামনে রাস্তা, মোড়েই মুনসির দোকান। তার পাশে কলাবাগান গার্লস হাই স্কুল। কলাবাগানের বাড়িতে আমরা পাঁচ-ছয় বছর ছিলাম। বড়ো বুবু ঐ বাড়িতে থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলেজে গিয়েছিলেন।

আমি স্কুলে ভর্তি হই তারও পরে। প্রথম এক বছর কলাবাগান স্কুলে পড়েছিলাম। পরে নানি আমাকে নিয়ে গিয়ে ধানমন্ডি গভমেন্ট গার্লস স্কুলে ভর্তি করে দেন। আমি আর ছোটো বোন পুতুল শুধু এই স্কুল থেকে পাস করেছি। নানি ঐ স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। ভাবলে আমার এখনো গর্ব হয় যে, আমার নানি আমার স্কুলেরই শিক্ষিকা ছিলেন। নানি সমাজ সেবা করতেন, মহিলা সমিতি করতেন সেই সময়ে। কোথায় কার মেয়ের বিয়ে হয় না, কার ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে পারে না – এইসব খুঁজে বের করে তাদের সাহায্য করতেন। আর একটা জিনিস ছিলো আমাদের পরিবারে, তা হলো হাতের কাজ ও সেলাই। আমার নানি, খালারা, বুবু, মা, এমন কি চাচীদেরও দেখেছি মেশিনে কাপড় সেলাই করতে। তখন ঘরে সেলাই করে কাপড় পরাটা একটা বনেদি ব্যাপার ছিলো। যারা দর্জিকে দিয়ে কাপড় সেলাই করাতো, তাদের জন্যে এটা খুব লজ্জার ব্যাপার ছিলো। ভাবটা এমন ছিলো, “ছি! ছি! এরা সেলাই করতে পারে না!” আর ইদানীং বাচ্চাদের জন্যে যে প্রাইভেট টিউটর রাখা হচ্ছে, আলাদা আলাদা সাবজেক্টের জন্যে, আমাদের সময়ে সেটা ভাবাই একটা অবাস্তব ব্যাপার ছিলো। উপরে ক্লাসে ওঠার পর মা-ই আমাদের পড়াতেন। আমার মা এতো সুন্দর এবং সহজ করে নোট করে দিতেন যে, আমার বুবু তাঁর নোট পড়েই ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। অপূর্ব হাতের লেখা ছিলো মায়ের।

মা-বাবার জন্যে আমরা তিন বোন পড়াশোনার সঙ্গে গান-বাজনাও উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমাদের তিন বোনের মধ্যে সবার ছোটো পুতুলই ছিলো বিশেষ গুণের অধিকারী এবং সম্ভাবনাময়ী। কি সুন্দর কণ্ঠ ছিলো ওর! চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, নজরুলগীতি, পল্লীগীতি, আধুনিক গান কোনোটাতেই কম যেতো না। তিন/চার বছর বয়স থেকেই সে গান করে জনপ্রিয় হতে লাগলো। অভিনয় করতো। মনে আছে, ছোটোবেলায় ও রেডিও সাজতো। আকবা ওর ডান কান ধরে ঘুরালে ও গান গাইতো অথবা অনর্গল কথা বলে যেতো। আর বাঁ কান মলে দিলে চুপ করে যেতো, অর্থাৎ রেডিও বন্ধ হয়ে যেতো। ক্যালেন্ডার সাজতো – মানে পাতা ওল্টালে নানা রকম ভঙ্গি করে দাঁড়াতো। কী মজার ছিলো! এই পুতুল খুব সুন্দর ছবি আঁকতো এবং পরে আর্ট কলেজ থেকে মাস্টার্স করেছিলো। তরঙ্গ ললিত কলা নামে ও একটা গানের স্কুল করেছিলো। খুব ভালো লেখার হাতও ছিলো ওর। বিয়ের পর পুতুল শেষটায় সব ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে অ্যামেরিকাবাসী হলো। খুব কষ্ট হয় ওর জন্যে। শুধু মনে হয়, দেশকে যার অনেক কিছু দেবার ছিলো, সে কেন নিজের দেশ ছেড়ে প্রবাসী হলো। এতো গুণী যে-বোন, সে আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে অনেক দূরে। পুতুল কখনো কোনো প্রতিযোগিতায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। জীবনের প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনে যে-গানটা গেয়ে ও প্রথম হয়েছিলো, সেটা ছিলো “আজ পুতুলের গায়ে হলুদ, কাল পুতুলের বিয়ে।”